দৈনিক বাংলা

009

তারিখ ... ১৫।১।৯২

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

কারিগরী শিক্ষার চাহিদা

এ এম এ এইচ সিদ্দিকী

সাধারণভাবে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে কারিগরী শিক্ষার চাহিদা দেশে প্রচুর এবং দেশে আরও অধিক সংখ্যার কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, যুব মন্ত্রণালয়ের কারিগরী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কম্যুনিটি স্কুলের কার্যক্রম, সমাজকল্যাণ বিভাগের গ্রামীণ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে তথাকথিত কারিগরী প্রশিক্ষণের বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এই ধরনের সদুদ্দেশ্যে প্রণীতকর্মসূচী সমূহ বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হচ্ছে না। চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব একটা মূল কারণ। আজকের আলোচনায় এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

চাহিদা বলতে আমি শুধু দেশের ভিতরে চাকরির সুবিধা বোঝাতে চাই। বিদেশে চাকরির সুবিধা সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পাওয়ার কথা নয়। অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কারিগররাই বিদেশে দক্ষ চাকরির সুযোগ পেয়ে থাকেন। অন্যরা অদক্ষ আধা-দক্ষ কাজ নিয়েই বিদেশে যান বলে আমার ধারণা। স্বনিয়োগের সুবিধাজনিত চাহিদাকেও আমি বর্তমান আলোচনার আনছি না। কারণ স্বনিয়োগ কর্মসংস্থানে, প্রশিক্ষণ ছাড়া যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তার সরবরাহ অনিশ্চিত। এ ছাড়াও আমার আলোচনায় কৃষি সংক্রান্ত পেশার চাহিদা ধরা হবে না।

বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে দক্ষ কারিগরের সংখ্যা কত সেটা জানা থাকলে ভবিষ্যতের চাহিদা সম্পর্কে ধারনার চেষ্টা করা যায়। বিগত আদম শুমারীর তথ্য অনুযায়ী শতকরা ৬১ ভাগ লোক কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করে। কৃষিক্ষেত্রে যে দক্ষ পেশার সুযোগ নেই তা নয়, তবে তা বেশীর ভাগই পরামর্শ ও সরবরাহের গবেষণা, সরকারী কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ। চাষাবাদ শিক্ষার জন্য কোনও কারিগরী প্রতিষ্ঠান তেমন নেই, মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি একটা পাঠ্য বিষয়ে হিসাবে অনেক বছর ধরে চালু থাকলেও ছাত্র সংখ্যা নগণ্য। কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঠিক দক্ষ কারিগর পর্যায়ের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত নেই। বিভিন্ন এক্সটেনশন সার্ভিস এর প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৃষি কর্মীদের সম্যক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব বলেই হয়ত কৃষি কারিগরী স্কুলের সংখ্যা বিশ্বের কোথায়ও খুব বেশী নয়। একই রকমে বন, মৎস্য, পশু-পালন ক্ষেত্রেও দক্ষ কারিগর তৈরির কাজ এক্সটেনশন সার্ভিসের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। তাছাড়া অকৃষি ক্ষেত্রের মত, কৃষিতে দক্ষ কারিগর নিয়োগকারী বড় প্রতিষ্ঠান নেই। যেমন মেশিন টুল কারখানায় ফিটারের নিয়মিত চাহিদা থাকে সে রকম কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর নিয়মিতভাবে প্রয়োজন এরকম প্রতিষ্ঠান নাই। কাজেই বলা যায়, বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিদের শতকরা ৬১ ভাগ লোকের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

বাকী ৩৯ ভাগ কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউবা বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন কেউ বা রাস্তার পাশের ছোট-খাট দোকান ওয়ার্কশপসহ ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ১০ জন কর্মচারী আছে তাদের চাহিদা কিছুটা নিয়মিত হয়। কর্মচারীর সংখ্যা যত বেশী চাহিদা নিয়মিত হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশী। ১৯৮২ সালে সারাদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহে যেখানে ন্যূনতম ১০ জন কর্মচারী আছে, তার একটা জরীপ শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় করে। এই জরীপ থেকে প্রতীয়মান হয়, যে অকৃষি ক্ষেত্রের কর্মরত ব্যক্তিদের তিন ভাগের একভাগ মাত্র দশের অধিক লোক নিয়োজিত আছেন এমন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। অর্থনীতির ভাষায় এরা ফরমাল সেক্টরে নিয়োজিত এবং দু-তৃতীয়াংশ লোক ইনফরমাল সেক্টরে নিয়োজিত। সমস্ত কর্মরত ব্যক্তিদের তুলনায় মাত্র ১২.৮৭ শতাংশ লোক ফরমাল সেক্টরে কাজ করে।

একই জরীপ থেকে ফর্মাল সেক্টরে অর্থাৎ নিয়মিত চাহিদা থাকার সম্ভাবনা আছে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ কর্মীর সংখ্যা এবং অনুপাত জানা যায়। ৮২ সালের এই জরীপে দেখা যায় ফর্মাল সেক্টরে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এক চতুর্থাংশের কিছু বেশী লোক দক্ষ কর্মী হিসাবে নিয়োজিত। কৃষি ও অকৃষি মিলিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের মাত্র ৩.৪৭ শতাংশ লোক দক্ষ কারিগর হিসাবে ফর্মাল সেক্টরে নিয়োজিত। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অথবা অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের চাহিদা নিয়ে আলোচনা করছি। ইনফরমাল সেক্টরে যে দক্ষ কর্মীরা আছেন তারা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মত প্রতিষ্ঠানের পাশ করা নন, দু-চারজন পাশ করা লোককে ইনফরমাল সেক্টরে নিয়োগ কর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত [illegible] দেখা যায়। জনশক্তি পরিকল্পনা কেন্দ্রের ইনফর্মাল সেক্টরের আর এক সমীক্ষায় দেখা যায় এই সেক্টরে সব দক্ষ কর্মীরাই ঐ কারখানাতেই অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে অনেক দিন কাজ করে আস্তে আস্তে দক্ষ কর্মীর পর্যায়ে পৌঁছে। দক্ষ কর্মী ইনফরমাল সেক্টরের কর্মীদের দক্ষতা অত্যন্ত সীমিত যে মেশিনে কাজ করেন সেটা চালানো ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য দক্ষতা তাদের গড়ে উঠে না। ফলে তারা ফর্মাল সেক্টরে দক্ষ কর্মী হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেন না। ফর্মাল সেক্টরে সাধারণতঃ একাধিক মেশিনের খবরদারী করতে হয় এবং প্রোডাকশন লাইনের সব অংশ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকতে হয়। ফরমাল সেক্টরের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে নীল নকশা পড়ার ও বোঝার দক্ষতা, ও অন্যান্য ধরনের দক্ষতাও লাগে।

৮২ সালের জরীপে দেখা গেছে এমনকি ফরমাল দক্ষ কর্মী হিসেবে যারা কাজ করছেন তাদের সিংহভাগ ইনফরমাল সেক্টরের প্রথাতেই দক্ষ কর্মী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রথমে যোগালী অথবা হেলপার হিসেবে ঢুকে ক্রমশঃ আধাদক্ষ ও দক্ষ কর্মীর মর্যাদা পেয়েছেন এরকম দক্ষ কর্মীই প্রায় চারভাগের তিন ভাগ। কোনও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মীর সংখ্যা ফরমাল সেক্টরেও মোট দক্ষ কর্মীর চারভাগের এক ভাগ। কৃষি ও অকৃষি খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তুলনায় মাত্র ০.৮৪ শতাংশ ব্যক্তি বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

নানাভাবে বিশ্লেষণ করেও ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতির উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না। নিয়োগ কর্তারা বিভিন্ন কারণে হেলপার থেকে দক্ষ কর্মী বানানো পছন্দ করেন। শ্রমিক সংগঠনও মোটামুটি এই পদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির পক্ষে বলে মনে হয়। অন্যদিকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যারা প্রশিক্ষণ নেন তারা নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান বিধায় কলকারখানায় পদোন্নতির সম্ভাবনাহীন দক্ষকর্মীর পেশায় কাজ করতে উৎসাহী নন। সরকারী চাকরি এবং বিদেশের চাকরিই তাঁদের মূল লক্ষ্য, সেই কারণেই সম্প্রতি তাঁরা দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স, পলিটেকনিকে ভর্তি হওয়ার সুবিধা ইত্যাদি বিবিধ দাবীতে দীর্ঘদিন ধর্মঘটে ছিলেন কাজেই নিয়োগকর্তা এবং প্রশিক্ষণ প্রার্থী এই দুইদলের মানসিকতার পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতেও বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা শতকরা ০.৮৪ ভাগের বেশী হারে নিয়োজিত হবেন না।

৮-৫-৯০ সালের পরিকল্পনায় 'পরিকল্পনা কমিশনের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা' শীর্ষক দলিলে ৫৬ লক্ষের মত নতুন চাকরির সৃষ্টি হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী নিয়োগের বর্তমান হার বজায় থাকলে পাঁচ বছরে মোট ৪৭৪৬০ জন অর্থাৎ বৎসরে ৯৪৯২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য যে পরিকল্পনা তৈরির শুরুতে নতুন যে হিসাব ধরা হয়, শেষের দিকে সেই পরিমাণ চাকরি হয় না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া দলিলে ৫১ লক্ষ নতুন চাকরির হিসেব থাকলেও দু-তিন বছর পরে দলিল চূড়ান্ত করার সময় তা কমে ৩৯ লক্ষের মত হয়ে যায়। মূল্যায়নের সময় সেটা আরও কম যাবে বলে মনে হয়।

বৃত্তিমূলক/কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের পাশ করা ছাত্রদের সংখ্যা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মোট ক্ষমতার (ক্যাপাসিটির) অনেক কম। পঁচাশি

৬-এর কঃ দ্রঃ

৮-এর কঃ পর

সালের মধ্যে বছরে দশ হাজার দক্ষ কর্মীর প্রশিক্ষণদানের ক্ষমতা তৈরি করার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় জনশক্তি ব্যুরো কয়েকটি নতুন কেন্দ্র স্থাপন করছে। সেজন্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদে নতুন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আপাতঃদৃষ্টিতে প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বর্তমান ক্যাপাসিটির পূর্ণ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার দিকে মনোযোগ দেয়া অধিক প্রয়োজন বলে মনে হয়। নিয়োগ কর্তাদের সঙ্গে সুষ্ঠু সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যে সমস্ত কারিগরী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী স্ব-নিয়োগের লক্ষে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেখানেও স্ব-নিয়োগের আনুষাঙ্গিক উপাদান সরবরাহ সুনিশ্চিত করা দরকার। বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে হেলপারদের প্রশিক্ষণ দেয়া যায় কিনা চিন্তা করা প্রয়োজন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কারিগরি শিক্ষার চাহিদা যে অতিরঞ্জিত ধারনা বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচলিত আছে তার প্রকৃত রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। এব্যাপারে আরও আলোচনা প্রয়োজন যদি সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহলে হয়ত ভবিষ্যতে দিগদর্শন পাওয়া যাবে।